



33738 - ইহরামকারী যবে ভুলগুলো করে থাকনে

প্রশ্ন

আমরা বমিনযোগে জদেদায় এসে থাকি। আমাদরে জন্য আগে ইহরাম না বঁধে জদেদায় পটৌছে ইহরাম বাঁধা জায়যে হবে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

কছু কছু হাজীসাহবে ইহরামরে ক্ষত্রে যবে ভুলগুলো করে থাকনে:

এক:

মীকাত থেকে ইহরাম না বাঁধা। কছু কছু হজ্জপালনছেছু ব্যক্তি, বিশেষত যারা আকাশ পথে সফর করনে তারা মীকাত থেকে ইহরাম না বঁধে জদেদায় পটৌছে ইহরাম বাঁধনে। অথচ তারা মীকাতরে উপর দিয়ে উড়ে আসনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নরিদষ্টিট এলাকার অধবাসীদরে জন্য নরিদষ্টিট মীকাত নরিধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলনে: “এগুলো এ সমস্ত এলাকার অধবাসীদরে জন্য এবং অন্য যারা এসব স্থানরে উপর দিয়ে গমন করবে তাদরে জন্য”[সহি বুখারী (১৫২৪) ও সহি মুসলিম (১১৮১)]

সহি বুখারীতে উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, যখন ইরাকবাসী তাঁর কাছে অভিযোগ করনে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদবাসীদরে জন্য ‘ক্বার্ন’ নামক যবে মীকাত নরিধারণ করছেন সটে তাদরে পথে পড়ে না অথবা সটে তাদরে জন্য দূরে হয় ও ঘুরতি পথ। তখন তিনি বলনে: “তোমরা তোমাদরে পথে ক্বার্নরে বরাবরে পড়ে এমন কোন স্থান ঠিকি কর।”[সহি বুখারী (১৫৩১)] এতে প্রমাণতি হয় যে, মীকাতরে বরাবর কোন স্থান অতকিরম করলে সটে মীকাত অতকিরম করার পরযায়ভুক্ত। যবে ব্যক্তি বমিনে চড়ে মীকাতরে উপর দিয়ে অতকিরম করে সে যনে মীকাতই অতকিরম করে। অতএব, তার কর্তব্য হছে- মীকাতরে বরাবরে আসলে ইহরাম বাঁধা। তার জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতকিরম করে জদেদা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়যে হবে না।

এ ভুল সংশোধন করার পদ্ধতি হছে- হজ্জযাত্রী তার নজিরে বাড়ি থেকে কিংবা এয়ারপোর্ট থেকে গোসল করে আসবনে এবং বমিনে বসে ইহরামরে প্রস্তুতি নবিনে; ইহরামরে কাপড় পরে নবিনে, স্বাভাবিকি পোশাক খুলে রাখবনে। এরপর বমিন



মীকাত বরাবর আসলে ইহরাম করবনে। অর্থাৎ হজ্জ বা উমরা যা পালন করতে চান সটোর তালবয়ী পাঠ করবনে। তার জন্য মীকাত থেকে ইহরাম না বঁধে জেদেদা থেকে বাঁধা জায়যে হবে না। যদি তা করনে তাহলে তিনি ভুল করলনে। এ ভুলরে জন্য জমহুর আলমেরে মতে, তাকে মক্কাতএ একটি ফদিয়া (ছাগল, ভড়া ইত্যাদি) জবাই করে গরীবদরে মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে; কেননা তিনি একটি ওয়াজবি ছড়ে দিয়েছেন।

দুই:

কছু কছু মানুষ বশ্বাস করে যএ, জুতা পরই ইহরাম বাঁধতে হবে। যদি ইহরামকালে কটে জুতা না পরে তাহলে পরবর্তীতে তার জন্য জুতা পরা জায়যে হবে না। এটি ভুল। কারণ ইহরামরে সময় জুতা পরা ওয়াজবি নয়; শরতও নয়। জুতা পরা ছড়াই ইহরাম হয়ে যায়। ইহরামরে সময় জুতা না পরলেও পরবর্তীতে জুতা পরতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নই।

তনি:

কছু কছু মানুষ বশ্বাস করনে যএ, ইহরামরে কাপড় দিয়েই ইহরাম বাঁধতে হবে এবেং হালাল হওয়ার আগ পর্যন্ত এ এক কাপড়ই থাকতে হবে; পরবর্তন করতে পারবে না। এটি ভুল। কেননা ইহরামকারীর জন্য বিশেষ কারণে কিংবা কোন কারণ ছড়াই ইহরামরে কাপড় পরবর্তন করা জায়যে আছে; যদি তিনি পরবর্তন করে এমন কোন কাপড় পরনে; ইহরাম অবস্থায় যএ কাপড় পরা বধে।

এক্ষত্রে নারী-পুরুষরে মধ্যে কোন পার্থক্য নই। যএ ব্যক্তি কোন একটি ইহরামরে কাপড় পরে ইহরাম বঁধেছেন তিনি সএ কাপড় পরবর্তন করতে চাইলে পরবর্তন করতে পারনে। কনিতু, কখনও কখনও পরবর্তন করাটা আবশ্বকীয় হয়ে পড়তে পারে; যমেন- উক্ত কাপড়ে কোন নাপাকি লাগলে; যাতএ করে কাপড়টি না খুলে ধৌত করা সম্ভবপর নয়। কখনও কখনও পরবর্তন করাটা উত্তম হতে পারে। যমেন- ইহরামরে কাপড় যদি খুব ময়লা হয়ে যায়; তবে নাপাকি লাগনে সএ ক্ষত্রে অন্য পরস্কার ইহরামরে কাপড় দিয়ে এটি পরবর্তন করাটা বাঞ্ছনীয়।

আবার কখনও কখনও এমন প্রয়োজন পড়ে না; সক্ষেত্রে ইচ্ছা হলে পরবর্তন করবে; নচৎ নয়। তবে, এ বশ্বাসটি সঠকি নয় যএ, কটে যদি কোন একটি কাপড়ে ইহরাম বাঁধে তাহলে হালাল হওয়ার আগ পর্যন্ত এ কাপড়টি খুলতে পারবে না।

চার:

কটে কটে ইহরাম করার পর থেকে অর্থাৎ নয়িত করার পর থেকে ইযতবি করে থাকনে। ইযতবি মানএ হচ্ছ- ডান কাঁধ বরে করে দিয়ে বাম কাঁধরে উপর চাদররে পার্শ্ব ফলে দেয়। আমরা দেখতে পাই অনকে হাজীসাহবে ইহরামরে শুরু থেকে হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি করে থাকনে। এমনটি করা ভুল। ইযতবি শুধুমাত্র তাওয়াফে কুদুমরে মধ্যে করতে হয়; সায়ীর মধ্যেও না, তাওয়াফরে আগও না।



পাঁচ:

কটে কটে বশ্বাস করে যে, ইহরামকালে দুই রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজবি। এটিও ভুল। ইহরামকালে দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজবি নয়। বরং ইবনে তাইমযিয়ার নকিট অগ্রগণ্য মতানুযায়ী: ইহরামের বশ্বিষে কোন নামায নহে। কেননা, এ ধরণের কোন নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি।

অতএব, হজ্জপালনচ্ছে ব্যক্তি গোসল করার পর ইহরামের কাপড় পরে ইহরাম বাঁধবে; নামায পড়বে না। তবে, যদি কোন নামাযের ওয়াক্ত হয় যমেন- ফরয নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, কথিবা ওয়াক্ত হওয়ার সময় কাছাকাছি এবং সে ব্যক্তি নামায পড়া পরযন্ত মীকাতে অবস্থান করতে চায় এক্ষত্রে উত্তম হচ্ছে- নামাযের পর ইহরাম বাঁধা। পক্ষান্তরে, ইহরামকালে বশ্বিষে কোন নামাযের উপর নরিভর করা: অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ইহরামের বশ্বিষে কোন নামায নহে।